

WORLD TOURISM DAY 2014

Tourism & Community Development



27 September 2014





রাষ্ট্রপতি
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’ পালিত হচ্ছে জেমে আমি আনন্দিত। এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Community Development’ অর্থাৎ ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পর্যটন শিল্প এর বহুমাত্রিকতা ও ব্যাপ্তির কারণে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পর্যটনের সাথে এলাকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পর্যটনকারী দর্শনার্থী স্থান পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকার জীবনযাত্রা, লোকাত্মার ইত্যাদি বিষয়ে পরিচিত হতে চায়। ফলে পর্যটনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। এ কারণে প্রতিপাদ্য জাতিসংঘ যেখান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগসমূহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। একইসাথে বিদেশিদের দেশের পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরতে হবে। স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সম্ভ্রুত রেখে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পর্যটন সফটওয়্যার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সবলভাবে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’ এর সাক্ষ্যতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আব্দুল হামিদ



রাশেদ খান মেনন, এম.পি.
মন্ত্রী
বৈদেশিক বিষয় পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে তাদের জাতি উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে এবছর ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Community Development’ অর্থাৎ ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’ কে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের প্রতিপাদ্যে বিশ্বের একদম বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত পর্যটন শিল্পে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং সুবিধা সঞ্চিত বেসরকারি-সাম্প্রদায়িক মালিকানাধীন জাতীয় উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। Community Based Tourism ধারণাটি বাংলাদেশে অনুপ্রাণিত নতুন ধরনের বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুগ্ম জোরের ও কার্যকর হয়ে উঠছে। যে কোন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন যাতে এই শিল্পের সুফল থেকে তারা সুবিধা বাক্য হয়। স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে পর্যটন খাতের গুরুত্ব উন্নয়ন সম্ভব হবে।

স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেবাদায়কদের সক্রিয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অটুট রেখে এবং প্রতিবেশপন জরাজন্য বজায় রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন। বাংলাদেশে অসংখ্য পর্যটন সম্ভাবনার দেশ। এখানে রয়েছে হাজার হাজার ঐতিহ্যসম্পন্ন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, অজস্র ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান Community based Tourism ধারণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, বোয়ালমা ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিতট্য তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এভাবেই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ আরও বেশী সম্পৃক্ত হবে এবং স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় জনগণকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের পর্যটন শিল্পে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, বোয়ালমা ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিতট্য তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এভাবেই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ আরও বেশী সম্পৃক্ত হবে এবং স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪ এর সাক্ষ্যতা কামনা করি।

রাশেদ খান মেনন, এম.পি.



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

সমগ্র বিশ্বের ন্যায় জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) র উদ্যোগে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪ বাংলাদেশেও সাড়বুরে উদযাপিত হচ্ছে। এ বছর বিশ্ব পর্যটন দিবস-এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’।

বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে পর্যটন শিল্প বিবেচিত। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প বিষয় এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যায়। টেকসই পর্যটন উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন। বাংলাদেশে শ্রমের বা প্রাথমিক জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মালিকানাধীন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন শিল্পে একটি কৌশল দ্বারা মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে পর্যটন শিল্পের প্রতিটি ধাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং পর্যটন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবিকা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণীয়ত্ব বৃদ্ধি এবং পর্যটকদের কাছে সুন্দর করে তুলে ধরতে পারে স্থানীয় জনগণ। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০-এ কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন-কে গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পর্যটন উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী হস্তশিল্প সামগ্রী, অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জীবনব্যয়ন পর্যটকদের কাছে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন এবং বিপণনে সহায়তা দিতে পারে।

এবছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের যে প্রতিপাদ্য তার যথার্থ্য বারবারের সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজন। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল অংশীদারদের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হয়ে পারে বিশ্ব পর্যটকদের কাছে কমিউনিটি পর্যটনের একটি আদর্শ গুরুত্ব। এতে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির মহাসড়কে।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে দৃষ্টিগত সাক্ষ্য উদ্যোগের সাক্ষ্যতা কামনা করি।

অপর্ণা চৌধুরী

Tourism and Community Development

The theme of World Tourism Day-2014 underlines the potential of tourism to promote opportunities for communities around the world, as well as the role that community engagement has in advancing sustainable tourism development. “Tourism and Community Development” is much timed to the debate on tourism’s contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), the guiding principle promoted by the United Nations (UN) after 2015 which emphasizes a high priority on local participation. With the special focus on the community, World Tourism Day 2014 highlights the role of tourism to advancing sustainable development from the proletariat level.

Tourism is a people-based economic activity built on social interaction, engaging the local population by contributing to social values without any damages in any way to the values and the culture of the host communities. It works as the tool for community development. Community Based Tourism (CBT) involves the local population as well as local government in the decision making process according to local priorities.

CBT is regarded as a solution to resolve conflicts between socio-cultural-environmental protection and local need for development. It has been emerged as a promising alternative to conventional approaches to development, a participatory, holistic and inclusive process that can lead to positive, concrete changes in communities by creating employment, reducing poverty, restoring natural environment, stabilizing local economy and escalating community control.

Tourism, communities and sustainable development are closely linked and sustainable development is used both in the tourism industry and community development. Sustainable tourism looks for deeper involvement of locals, which provide local people an opportunity to make their living. According to the UNWTO, sustainability principles in tourism refer to the environmental, economic and socio-cultural aspects of tourism development. A suitable balance must be established between these three dimensions to guarantee its long-term sustainability:

- Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological process and protecting natural resources and biodiversity.
- Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.
- Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.

Community Based Tourism (CBT) is often recognized as a perfect example of sustainable tourism that allows visitors to connect closely with the communities they visit. CBT most commonly refers to communities which engage in ‘front line operations’ that incorporate direct interface with tourists, such as home-stays and lodges; transports; small eco tours; guide and porter services for local tours/treks; cultural performances for free paying visitors; tea-house; refreshment kiosks and restaurants; and souvenir/handicrafts outlets. CBT is not simply a tourism business. Rather, it is more concerned with the impact of tourism on the community and environmental resources. Community-based development empowers people to be more aware of the value of their community assets- their culture, heritage, cuisine, lifestyle and environment. It mobilizes them to convert these into income generating projects. Community tourism encourages cross-cultural understanding between host and visitor, and improves livelihoods. Communities are the owners of these tourism enterprises, they have the incentive to establish standards for international tourists and invest in a quality tourism product. Most CBT projects are small scale and are regarded as being less harmful to the socio-cultural-natural environment. Besides, CBT enables the tourist and the community to be aware of the commercial and social value placed on their natural and cultural heritage through tourism, and this will foster community based conservation of these resources.

The success or failure of CBT initiatives depends on the way in which the projects are implemented. Four aspects are necessary to explain the success of CBT implementation:

- Comprehensive planning and Clear strategy agreed by the local community.
- Partnerships between communities and the government, private sector and NGOs.
- Community’s capacity to deliver tourism assets and willingness to engage in tourism.
- Availability of Funding and micro-credit is crucial.

Asia and the Pacific region is now the most booming destination of the globe with variety of tourism markets and different characteristics where most tourists’ activities are carried out at the level of local communities. In order to guide local communities to develop tourism under the principal of sustainability, UNWTO has conducted community-based tourism projects throughout Asia mainly in the form of formulating tourism development plans, guidelines as well as institutional strengthening and capacity building. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Philippines, Nepal, Bhutan, India from Asia is working intimately on community development through tourism and improving the local life-style.

Bangladesh has huge potential to develop tourism because of its attractive natural beauty, biodiversity and rich cultural heritage. According to WTTC’s Annual Report 2014, the total contribution of Travel & Tourism to the GDP was BDT 460.3bn (4.4% of GDP) in 2013 and is forecasted to rise by 7.9% in 2014 and to rise by 6.5% pa to BDT935.5bn (4.7% of GDP) in 2024. The total contribution to employment was 3.8% (2,846,500 jobs) in 2013 which is expected to rise by 4.2% in 2014 (2,965,000 jobs) and rise by 3.0% pa to 3,974,000 jobs in 2024 (4.2% of total). To retain the trend of this development in future community based rural tourism should be encouraged though the concept of CBT and its benefits are still unexplored in our country. Bangladesh can be an ideal destination for CBT, because it has thousands of villages and most of its heritage sites and international tourist attractions are located in rural areas. Besides, culture, lifestyle, cuisine, festivals, handicrafts of rural areas always attract tourists. Local people can contribute to the local economy by engaging themselves in tourism business like home-stay operation, producing handicrafts, tour guiding and organizing cultural shows and festivals. For sustainable progress in poverty eradication, employment opportunity, and infrastructural development in rural areas now it is the right time for considering the CBT implementation as well as conventional mass tourism.

In the perspective of Bangladesh, CBT can add value in the national economy if some measures can be taken into account:

- Enhancing the concept of Community Based Tourism
- Enhancing the focus of tourism on emerging and minority communities
- Showing respect to the local culture, heritage and environmental protection
- Enhancing knowledge and awareness among the locals and providing Guide training.
- Ensuring technical and promotional activity
- Providing bank loan (funding) and ensuring other incentives for investment
- Creating travel facilitation
- Taking strategies for resource mobilization
- Formulating and implementing the consistent tourism strategies and policies

Bangladesh Government is very much pro-active for advancing CBT as a tool of sustainable development. The government has emphasized on CBT in the National Tourism Policy-2010. The government has encouraged initiatives for the implementation of CBT including home-stay operation, engagement of the community and local government in tourism business and planning without any damage to local culture, heritage and environment. Local cultural groups are being encouraged for organizing attractive cultural programs regularly for the tourists. Also the government has emphasized for preparing skilled tour Guide from young indigenous community under short, middle and long term annual development project/program. For ensuring security of the tourists the government has already introduced “Tourists Police”.

In Bangladesh very few CBT initiatives have been taken from private entrepreneurs yet. Bangladesh Parjatan Corporation, the pioneer of tourism development of the country can take initiatives for implementing CBT. The government is working as a facilitator for the successful implementation of CBT in the country. The Ministry of Civil Aviation and Tourism is playing the role as catalyst for creating an investors friendly environment and preparing an integrated work-plan for the entire development of tourism.

Bangladesh Tourism Board (BTB), National Tourism Organization is trying to coordinate with all the government agencies, NGOs, stakeholders and investors for the implementation of the National Tourism Policy including CBT initiatives. BTB is working hard for the promotion of Bangladesh tourism locally and internationally. Besides the Board is trying to establish Bangladesh as a popular community based tourist destination in the globe by integrating all government & private initiatives and activities. BTB likes to incorporate all stakeholders, private entrepreneurs and the government in this development process.



Pradipt Ranjan Chakraborty
Director
Bangladesh Tourism Board



প্রধানমন্ত্রী
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’ পালন করা হচ্ছে জেমে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Community Development’ অর্থাৎ ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’ বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমানে বিশ্বে পর্যটন সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। এই শিল্পের সফলতা ও উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিল্পটির সাথে জনসংস্পর্গের উপর। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে পর্যটন সফটওয়্যার কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে পর্যটন শিল্পের সুফল পাওয়া সম্ভব। বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস।


পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গড় পাঁচ বছরে আমাদের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং প্রতিবেশপন জরাজন্য বজায় রেখে সক্রিয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করেছি। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে টুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে ‘Beautiful Bangladesh’ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেও আমরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

পর্যটন শিল্প পরিচালনার অব্যবহারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকারীদের আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’ এর সাক্ষ্যতা কামনা করছি।


জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



খোরশেদ আলম চৌধুরী
সচিব
বৈদেশিক বিষয় পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

পর্যটন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্পের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের তাগিদে মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪’। এবারে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Community Development’ অর্থাৎ ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’ এর গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।


এবারের প্রতিপাদ্যে সার্বজনীন পর্যটন শিল্পে স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকৃতিক জনগণের অর্থ-সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (Sustainable Development Goals) অর্জনে Community based Tourism এর ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশে স্বল্প পরিচিত হলেও এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে পর্যটন খেত্রে গুরুত্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বিশ্বের সর্বত্রই এই পর্যটন শিল্পে স্থানীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় পর্যটনের উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান নিশ্চিত করা।

পর্যটন কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও প্রতিবেশপন জরাজন্য বজায় রেখে পর্যটন ব্যবস্থা পরিচালনার স্থানীয় জনগণকে সক্রিয় করতে হবে। পর্যটন খেত্রে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেশ। এখানে রয়েছে হাজার হাজার ঐতিহ্যসম্পন্ন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, অজস্র ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান Community based Tourism ধারণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, বোয়ালমা ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিতট্য তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এভাবেই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ আরও বেশী সম্পৃক্ত হবে এবং স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় জনগণকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের পর্যটন শিল্পে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, বোয়ালমা ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিতট্য তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এভাবেই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ আরও বেশী সম্পৃক্ত হবে এবং স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।


আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪ এর সাক্ষ্যতা কামনা করি।

খোরশেদ আলম চৌধুরী



প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪



বাণী

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৪। এবারে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Community Development’ অর্থাৎ ‘স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্যটন’। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যটন সঙ্ঘ হিসেবে বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিকতার কারণে পর্যটন কর্মকাণ্ডে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিশাল এই কর্মকাণ্ডের সুফল সাধারণ মানুষের নিতট্য শেঁছারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। আর এই সুফল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিতট্য শেঁছারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করতে হবে। স্থানীয় পর্যটন পর্যটন উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশের রয়েছে বিশুপ্ত পর্যটন সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় জনগণকে পর্যটন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের পর্যটন শিল্পে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, বোয়ালমা ও উদ্ভিদসমৃদ্ধ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিতট্য তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এভাবেই কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ আরও বেশী সম্পৃক্ত হবে এবং স্থানীয় পর্যটন উন্নয়ন ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণীয়ত্ব বৃদ্ধি এবং পর্যটকদের কাছে সুন্দর করে তুলে ধরতে পারে স্থানীয় জনগণ। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০-এ কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন-কে গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পর্যটন উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী হস্তশিল্প সামগ্রী, অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জীবনব্যয়ন পর্যটকদের কাছে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন এবং বিপণনে সহায়তা দিতে পারে।

এবছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের যে প্রতিপাদ্য তার যথার্থ্য বারবারের সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রয়োজন। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল অংশীদারদের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হয়ে পারে বিশ্ব পর্যটকদের কাছে কমিউনিটি পর্যটনের একটি আদর্শ গুরুত্ব। এতে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির মহাসড়কে।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে দৃষ্টিগত সাক্ষ্য উদ্যোগের সাক্ষ্যতা কামনা করি।

আশ্চর্যজ্ঞান জামান খান কবির